তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৮২১

**ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় কর্ট্রোল রুম চালু করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সুপার সাইক্লোন আম্পান মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে কন্ট্রোল রুম চালু করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

আজ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের নির্দেশনায় জরুরি ভিত্তিতে রাজধানীর ফার্মগেটে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে (টেলিফোন নম্বর-০২ ৯১২২৫৫৭) এবং ঘূর্ণিঝড় আম্পান সংশ্লিষ্ট বিভাগে ও উপকূলীয় ১৯টি জেলা তথা খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি. নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং শরীয়তপুরের প্রাণিসম্পদ দপ্তরে সার্বক্ষণিক এ কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। ঢাকায় চালু করা কন্ট্রোল রুমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের চার জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে দূর্যোগকালীন গবাদিপশুকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়া নিশ্চিত করা, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে আশ্রয় কেন্দ্রে গবাদিপশুর যত্ন নেয়া, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, গবাদিপশুর জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদানসহ উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ পরবর্তীতে গবাদিপশুর চিকিৎসা, ভ্যাকসিনেশন, খাদ্য সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য কার্যক্রম কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সমন্বয়েরও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে উপকূলীয় জেলাসমূহে ৭০০০ হাজার গবাদিপশুকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়া হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

একইভাবে সংশ্লিষ্ট জেলামূহের মৎস্য দপ্তরেও কন্ট্রোল রুম চালু করে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

#

ইফতেখার /নাইচ/রেজ্জাকুল*/মাসুম/২০২০/১৮৫১ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৮২০

**মোংলা ও পায়রা বন্দরে ৭ নম্বর এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বন্দরে ৬ নম্বর বিপদ সংকেত**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় ’আম্পান’ উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আজ বিকাল ৩ টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৮৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৪০ কিঃ মিঃ দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৬৭০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ৬৬৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে খুলনা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে ২০ মে ২০২০ বিকাল অথবা সন্ধ্যার মধ্যে বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৮৫ কিঃ মিঃ এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ২০০ কিঃ মিঃ যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ২২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটে সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ৭ (সাত) নম্বর পুনঃ ৭ (সাত) নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ৭ নম্বর বিপদ সংকেত (পুনঃ) ৭ নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ৬ (ছয়) নম্বর পুনঃ ৬ (ছয়) নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ৬ (ছয়) নম্বর পুনঃ ৬ (ছয়) নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

ঘূর্ণিঝড় এবং অমাবস্যার প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৫-১০ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় অতিক্রমকালে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলা সমূহ এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণসহ ঘন্টায় ১৪০-১৬০ কিঃ মিঃ বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে অতিসত্ত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

#

তাসমীন /নাইচ/রেজ্জাকুল*/মাসুম/২০২০/১৮৫১ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৮১৯

**বার হাজারের বেশি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত  
                           -ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

          দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় ১২ হাজার ৭৮ টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে । এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ৯১ লাখ ৫৪ হাজার মানুষকে আশ্রয় দেয়া সম্ভব। কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে আশ্রয় কেন্দ্র সমূহে ২০ থেকে ২২ লাখ মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । ইতোমধ্যে উপকূলীয় এলাকার মানুষজনকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা শুরু হয়েছে ।

       আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থানকালে মানুষজন ও গবাদিপশুর  যাতে খাবারের কোন সমস্যা না হয় সেজন্য  উপকূলীয়সহ মোট ১৯ টি জেলা খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম,কক্সবাজার, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং শরীয়তপুরের জন্য ৩১ হাজার মেট্রিক টন চাল, ৫০ লাখ নগদ টাকা,, শিশু খাদ্য ক্রয়ের জন্য ৩১ লাখ টাকা, গো খাদ্য  ক্রয়ের জন্য ২৮ লাখ টাকা এবং শুকনো ও অন্যান্য খাবারের ৪২ হাজার প্যাকেট ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে । জেলা প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়া আরো বরাদ্দ দেয়া হবে ।

        প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি বিষয়ে সাংবাদিকদের অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন । এসময় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ কামাল উপস্থিত ছিলেন ।

       এরপূর্বে প্রতিমন্ত্রী ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয় অনলাইনে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় অংশগ্রহণ করেন । সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমুহের সচিব ও সিনিয়র সচিব এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন ।

#

সেলিম /নাইচ/রেজ্জাকুল*/মাসুম/২০২০/১৮৩৭ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৮১৮

**শায়খুল হাদীস আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরীর মৃত্যুতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

মুসলিম বিশ্বের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ফকিহ, ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার সদরুল মুফাসসেররিন ও শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরীর মৃত্যুতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ  এডভোকেট  শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ শোকপ্রকাশ করেছেন।

শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, মরহুম পালন পুরী (রহ.)ছিলেন উপমহাদেশের কওমী মাদ্রাসা সমূহের প্রাণকেন্দ্র দারুলউলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস। প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি বিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে ইলমে দ্বিনের সেবা করে গেছেন। সমকালীন বিশ্বে তাঁকে হানাফি ফিকহের শীর্ষ স্থানীয় মুজতাহিদ ও বিদগ্ধ আলিম হিসেবে বিবেচনা করা হত। তাঁর ওফাতে গোটা জগৎ একজন মহান ফকিহের বরকত ও সেবা থেকে বঞ্চিত হল।

প্রতিমন্ত্রী তাঁর শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, বিশ্বখ্যাত এ শায়খুল হাদীস আজ ভারতের স্থানীয় সময় সকাল ৮.০০ ঘটিকায় মুম্বাইয়ে ইন্তেকাল করেন।

#

আনোয়ার /নাইচ/রেজ্জাকুল*/মাসুম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৮১৭

**করোনায় সংকটে পড়া সাংবাদিকদের জন্য সহায়তার ঘোষণা দিলেন তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

করোনায় সংকটে পড়া সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীতে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ১৬শ সভাশেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এ ঘোষণা দেন। ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান ও তথ্যসচিব কামরুন নাহার, ট্রাস্টের সদস্য সচিব ও পিআইবি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাফর ওয়াজেদসহ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

করোনা পরিস্থিতিতে দেশের নানা পেশার মানুষের মতো বহু সাংবাদিকও অসুবিধায় নিপতিত হয়েছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘অসুবিধায় নিপতিত সাংবাদিকদের আর্থিক সহায়তার বিষয়টি আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করেছিলাম। সে প্রেক্ষিতে এ পরিস্থিতিতে যারা অসুবিধায় পড়েছে, তাদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তার জন্য তাঁর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আমরা আজকে একটি বিশেষ তহবিল থেকে সাংবাদিকদের সহায়তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।’

‘কারা এই তহবিল থেকে সহায়তা পাবে সেটি নিয়েও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি- যারা সম্প্রতি চাকুরিচ্যুত হয়েছে, গত ৬ মাস ধরে যারা বেকার রয়েছে, আবার যাদের চাকুরি আছে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বেতন পাচ্ছেন না -তারা এই  এককালীন জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা সহায়তার আওতায় আসবেন’, জানান তথ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, ‘দলমত নির্বিশেষে সারাদেশে করোনা সংকটে পড়া  সাংবাদিকরা এ সহায়তার আওতায় আসবেন। নির্ধারিত ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী কারা সহায়তা পাবেন সেটি সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ এবং ইউনিয়ন ঠিক করবে।’

এসময় সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই ২০১৪ সালে এই কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ১১শ ৬৭জন সাংবাদিক এই কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সহায়তা হিসেবে পেয়েছে। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার আগেও ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সালের শেষ পর্যন্ত ৬২৩ জন সাংবাদিককে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা সহায়তা দেয়া হয়েছিল।’

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিবছর দুস্থ, অসহায়, অসুস্থ সাংবাদিকদের যে সহায়তা দেয়া হয়, তা অব্যাহত আছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, গতবছর সেই খাতে ১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল, আজকের বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই খাতে এ বছর ২ কোটি টাকা দেয়া হবে।

করোনা মহামারির এসময় বাংলাদেশের সাংবাদিক ভাই-বোনেরা সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে কাজ করছে ও ইতোমধ্যেই শতাধিক সাংবাদিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং ৩ জন সাংবাদিক এই করোনায় আক্রান্ত হয়ে করুণভাবে মৃত্যুবরণ করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী এসময় প্রয়াতদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। তিনি বলেন, 'এসত্ত্বেও সঠিক সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছার জন্য তারা এই দুর্যোগ, প্রতিকূলতা ও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যেও কাজ করছেন, এজন্য সব সাংবাদিককে আমি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।'

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব  (প্রেস) এস এম মাহফুজুল হক, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) সভাপতি মোল্লা জালাল, মহাসচিব শাবান মাহমুদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু এবং দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মো. কাশেম হুমায়ুন সভায় অংশ নেন।

#

আকরাম /নাইচ/রেজ্জাকুল*/মাসুম/২০২০/১৯:৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৮১৬

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ১ লাখ ৭২ হাজার ৪৬৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৯৭ কোটি ৭৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌

          রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ১ হাজার ২৫১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৫ হাজার ১২১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ২১ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩৭০ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৮ হাজার ৪৪৯ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৩ লাখ ২৮ হাজার ১২টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত  মোট বিতরণ করা হয়েছে ১৯ লাখ ৩৬ হাজার ২৭২টি এবং মজুত আছে ৩ লাখ ৯১ হাজার ৭৪০টি।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৬টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৮৪০ জনকে।

**আশকোনা হজ ক্যাম্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ৪০০ জন এবং BRAC Learning Center এ ৬০০ জন, উত্তরা দিয়াবাড়ীতে ১২০০ জন, সাভারের BPATC তে ৩০০ জন এবং যশোর গাজীর দরগা মাদ্রাসায় ৫৫৩ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে আশকোনা হজ ক্যাম্পে মোট** ৯৭ **জন, BRAC Learning Center এ ৩ জন এবং যশোর গাজীর দরগা মাদ্রাসায়** ১১৮ **জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ।**

#

তাসমীন/নাইচ/রেজ্জাকুল*/মাসুম/২০২০/১৬২৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ১৮১৩

**২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫দিন সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক সকল প্রজাতির মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স (চিংড়ি, লবস্টার, কাটল ফিস প্রভৃতি) আহরণ নিষিদ্ধ করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

আজ এ বিষয়ে নির্দেশাপত্র জারী করে নৌবাহিনী সদর দপ্তর, জননিরাপত্তা বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, কোস্ট গার্ড, র‌্যাব সদর দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, নৌপুলিশ, বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, সমুদ্র উপকূলীয় ১৪ জেলার জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরে প্রেরণ করেছে মন্ত্রণালয়।

এসব কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অনলাইন সভার মাধ্যমে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। এ বিষয়ে তিনি বলেন, সমুদ্রে মাছের সুষ্ঠু প্রজনন, মাছকে বেড়ে উঠতে দেয়া এবং অবৈধ মাছ আহরণ বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কাউকে আইনের বাইরে কোন কিছু করতে দেয়া হবে না। এ কাজে স্থানীয় প্রশাসন, নৌবাহিনী, পুলিশ, কোস্টগার্ড, র‌্যাব, নৌপুলিশসহ স্থানীয় অংশীজনদের সহায়তা কামনা করেন তিনি। এ সময় সমুদ্রগামী ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৫ শত ৮৯টি জেলে পরিবারের জন্য ইতোমধ্যে ২৩ হাজার ৪৯৬ দশমিক ৯৮ মেট্রিক টন ভিজিএফ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী।

#

ইফতেখার/নাইচ/রেজ্জাকুল*/মাসুম/২০২০/১৬২৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১৮১৪

**শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দ্রুত পরিশোধের আহ্বান শিল্প প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

গার্মেন্টস সহ অন্যান্য শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-বোনাস ঈদের আগে অতিদ্রুত পরিশোধের জন্য কারখানার মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বরে আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে স্থানীয় গরীব অসহায়দের মাঝে ঈদের উপহার সামগ্রী বিতরণকালে এ আহ্বান জানান।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী এ সময় বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান চালু আছে সেগুলোকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১ দফা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাসমূহ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসুরক্ষা বিধি মেনে চলে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে।  শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে তিনি বলেন, শ্রমিকরা করোনায় আক্রান্ত হলে তাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষ হতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৪ ও ৯৪ নং ওয়ার্ডের গরীব ও অসহায় দুই হাজার পরিবারের মাঝে ঈদের উপহার হিসেবে চাল, ডাল, আটা, আলু, সেমাই, চিনি, শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ করেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম বিল্লাহ /নাইচ/রেজ্জাকুল*/মাসুম/২০২০/১৬২৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ১৮১৫

**ফেরি চলাচল সাময়িক বন্ধ থাকবে**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ এর কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী, চাঁদপুর-শরীয়তপুর, ভোলা-লক্ষ্মীপুর, ভেদুরিয়া-লাহারহাটে ফেরি চলাচল সাময়িক বন্ধ থাকবে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কতৃপক্ষ আজ এ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

#

Rvnv½xi /নাইচ/রেজ্জাকুল*/মাসুম/২০২০/১৬৫০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ১৮১২

**জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভা**

**২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ২ লাখ কোটি টাকার এডিপি অনুমোদন**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় আজ ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য প্রায় ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকার ব্যয় সম্বলিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কর্পোরেশনের জন্য প্রায় ৯ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকার এডিপিও অনুমোদন করেছে এনইসি। স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা-সহ এডিপি’র সর্বমোট আকার দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ লাখ ১৪ হাজার ৬১১ কোটি টাকা।

দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার প্রতিবারের ন্যায় এ বছরেও দেশজ সম্পদ, বৈদেশিক অর্থায়ন ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে এডিপি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। এডিপি’র সফল বাস্তবায়ন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ-সহ দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সভায় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান-সহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/রাহাত*/লাভলী/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ১৮০৯

**বাংলাদেশের প্রথম ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ‘একদেশ’**

**বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের ক্ষুদ্র অনুদান ও আর্থিক সহায়তা সংগ্রহের প্ল্যাটফর্ম**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সহায়তার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই ক্রাউডফান্ডিং মডেলের ‘একদেশ’ নামক একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল-সহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ যাকাত কিংবা আর্থিক অনুদান দিতে পারবেন।

একদেশ প্ল্যাটফর্মটি বিদ্যমান পেমেন্ট পদ্ধতি সহজীকরণে তৈরিকৃত ‘একপে’ প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত। এর মাধ্যমে যে কেউ তাঁর আর্থিক অনুদান কিংবা যাকাত তার পছন্দের যে কোনো সরকারি-বেসরকারি প্ল্যাটফর্মে প্রদান করতে পারবে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক, বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন, সেন্টার ফর যাকাত ফাউন্ডেশন, সিআরপি, সাজেদা ফাউন্ডেশন এই প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত হয়েছে। একদেশ প্ল্যাটফর্মে আরো এমন প্রতিষ্ঠান যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই উদ্যোগে ব্যাংকিং পার্টনার হিসেবে রয়েছে ব্যাংক এশিয়া।

‘একদেশ’-এর মাধ্যমে জরুরি খাদ্য সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসা সেবা, স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপকরণ, নগদ অর্থ সহায়তা, ভাসমান ও দুস্থ মানুষের পূনর্বাসন-সহ সুবিধাবঞ্চিতদের সহযোগিতা করা যাবে। এর মাধ্যমে খুব সহজে জনগণ তাঁর পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে যে কোনো ব্যাংকিং চ্যানেলের সহযোগিতায় অর্থ প্রদান করতে পারবে। ফলে ভবিষ্যতেও যে কোনো দুর্যোগের সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটা সহজ পথ তৈরি হবে। এছাড়া এই ধরনের ক্রাউডফান্ডিং উদ্যোগ সবার ছোট ছোট অবদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে। এতে অর্থ লেনদেনেও এক ধরনের স্বচ্ছতা আসবে।

একদেশ-এর মাধ্যমে যাকাত কিংবা আর্থিক অনুদান প্রদান করতে একপে’র ওয়েবসাইটে <https://ekdesh.ekpay.gov.bd/> প্রবেশ করতে হবে অথবা প্লে-স্টোর থেকে ‘একদেশ’ অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে।

#

রাহাত*/লাভলী/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ১৮০৮

**যুক্তরাজ্যকে তৈরি পোশাক খাতের ক্রেতাদের জন্য বিশেষ**

**তহবিল গঠনের অনুরোধ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক খাতের আমদানি অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি যুক্তরাজ্য সরকারকে সে দেশের ক্রেতাদের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠনের অনুরোধ করেন।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ও কমনওয়েলথ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী লর্ড আহমেদের সাথে ফোনে আলাপকালে গতকাল পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এ অনুরোধ করেন।

এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন, তৈরি পোশাক খাতে ‍যুক্তরাজ্যের ক্রেতারা প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলারের ক্রয়াদেশ বাতিল বা স্থগিত করেছে। ফলে এ সেক্টরে কর্মরত প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যের জীবিকা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। এ তহবিল বাংলাদেশে এ খাতে কর্মরত শ্রমিকদের পরিবারের জন্য সহায়ক হবে।

করোনা পরবর্তী বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে কমনওয়েলথের কার্যকর ভূমিকা রাখার বিষয়টিও তাঁদের আলোচনায় স্থান পায়। লর্ড আহমেদ করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। বৈশ্বিক করোনা সমস্যা সমাধানে উভয় প্রতিমন্ত্রী বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে একত্রে কাজ করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

এ সময় মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার প্রশংসা করেছেন যুক্তরাজ্যের এ প্রতিমন্ত্রী। যুক্তরাজ্যকে জাতিসংঘে রোহিঙ্গা ইস্যুটির উপস্থাপক দেশ হিসেবে উল্লেখ করে লর্ড আহমেদ বলেন, রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত নৃশংস ঘটনার ন্যায়বিচার ও এ ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করতে যুক্তরাজ্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। মিয়ানমারের গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিষয়ে তার দেশ আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থাশীল বলে যুক্তরাজ্যের প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন। উভয় প্রতিমন্ত্রী নিকট ভবিষ্যতে আবারো দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

তৌহিদুল/রাহাত*/লাভলী/২০২০/১৪৪০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ১৮১০

**স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কারিগরি নির্দেশনা**

**করোনা মোকাবিলায় বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের করণীয়**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বিত কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ‘কোভিড-১৯ এর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কারিগরি নির্দেশনা’ প্রণয়ন করেছে। এই নির্দেশনায় বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য পালনীয় কারিগরি নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ :

* প্রবীণদের বারবার হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে। হাত ধোয়ার পর হ্যান্ড-ক্রীম ব্যবহারে মনোযোগী হতে হবে।
* নিজের ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন তোয়ালে অন্য কারো সাথে অদলবদল করা যাবে না।
* পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম এবং পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ সুষম খাবার গ্রহণ করতে হবে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের নিয়ম মেনে চলা উচিত।
* সম্ভব হলে পরিবারের অন্য সদস্যরা নিয়মিত শরীরের তাপমাত্রা এবং রক্তচাপ পরীক্ষা করে দেখবেন। সন্দেহজনক উপসর্গ যেমন জ্বর, কাশি দেখা দিলে সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে এবং অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।
* একান্ত প্রয়োজন না হলে ঘরেই অবস্থান করা শ্রেয়। জনবহুল এলাকা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। যে কোনো জনসমাগম যেমন অনুষ্ঠান, চায়ের দোকানে আড্ডা ইত্যাদি পরিহার করতে হবে।
* বাহিরে যাওয়ার সময় নিজের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেমন মাস্ক পরিধান করা এবং ১ মিটার অথবা তার চেয়ে বেশি দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করতে হবে।
* যারা ফুসফুস অথবা হার্টের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন তাদেরকে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ মেনে যথাযথ উপায়ে মাস্ক পরিধান করে বাইরে বের হতে হবে।
* পূর্ব থেকে অসুস্থ ব্যক্তিগণ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করবেন না। যে কোনো সমস্যায় চিকিৎসার জন্য অথবা পরমর্শের জন্য আপনার নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়া যেতে পারে অথবা মোবাইলের মাধ্যমে নির্দেশনা নিতে পারেন। নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়ার সময়েও অবশ্যই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ মাস্ক পরিধান করতে হবে। রোগীর বদলে পরিবারের অন্য সদস্যও ওষুধ আনা-নেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে।
* যে সকল বয়স্ক রোগীদের সর্বক্ষণ যত্নের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে তাদের পরিচর্যাকারীদেরও নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হতে হবে। যতটা সম্ভব ঘরেই অবস্থান করতে হবে। বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে অবশ্যই নিজস্ব সুরক্ষা সামগ্রী তথা মাস্ক পরে বাহিরে যেতে হবে।

#

রাহাত*/লাভলী/২০২০/১৩৫০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ১৮১১

**স্ক্রলে প্রচারের জন্য**

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রলে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো:

মূল বার্তা :

দেশের প্রথম ক্রাউড ফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম “একদেশ” এর মাধ্যমে যাকাত বা অনুদান পৌঁছে দিন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন-সহ যে কোনো প্রতিষ্ঠানে। ভিজিট করুন ekdesh.ekpay.gov.bd অথবা “একদেশ” অ্যাপ ডাউনলোড করুন।

#

রাহাত*/লাভলী/২০২০/১৩৪০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮০৭

**‘বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন’ টিভি স্পট নির্মাণ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন**

**জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের প্রতিদিনকার ঘটনাপঞ্জী তুলে ধরে নির্মিত টিভি স্পট ‘বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন’ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র অনলাইন সভা গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতির বক্তব্যে কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন’ আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে, বঙ্গবন্ধু কীভাবে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠলেন, আমরা বুঝতে পারি কীভাবে তিনি বাঙালি জাতিকে পরিণত করলেন স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ অর্জনে।

উল্লেখ্য, গত ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং মুজিববর্ষের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দিন থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোতে একাধিকবার প্রচারিত হচ্ছে ‘বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন’। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বিটিভি ও অ্যাসোসিয়েশন অভ্ টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো)’র প্রযোজনায় এবং ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি নির্মিত হচ্ছে।

আনুমানিক ২ মিনিটের টিভি স্পটে অনেক তথ্যের স্থান দেওয়া সম্ভব না হলেও পরবর্তীতে সকল তথ্য সন্নিবেশিত করে বই আকারে প্রকাশ করা হবে যা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণায় তথ্যনির্ভর-বস্তুনিষ্ঠ- সত্যাশ্রয়ী তথ্যের রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বলে সভায় সবাই মত প্রকাশ করেন। সভায় অ্যাটকো’র সদস্য টিভি চ্যানেলগুলোতে যথাযথভাবে ও গুরুত্বের সাথে ‘বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন’ প্রচারের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। অ্যাটকো’র সদস্য নয়, এমন টিভি চ্যানেলগুলো এবং কমিউনিটি রেডিও-সহ সকল বেতার মাধ্যমেও টিভি স্পটটির অডিও ভার্সন প্রচারের প্রস্তাব করা হয়।

জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সদস্যরা অনলাইন অ্যাপ্স ‘জুম’ এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় আরও অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন অর রশীদ, অ্যাটকো’র সিনিয়র সহ-সভাপতি ও একাত্তর টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল বাবু এবং বাস্তবায়ন কমিটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাসরীন/রাহাত*/লাভলী/২০২০/১২১০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১৮০৬

**ঘূর্ণিঝড় আম্পান**

**মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরে ০৭ (সাত) এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরে**

**০৬ (ছয়) নম্বর বিপদ সংকেত অব্যাহত**

ঢাকা, ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে):

পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুপার সাইক্লোন ‘আম্পান’ উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আজ সকাল ০৯টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৮৪৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৯৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৩০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ৭২৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে খুলনা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে আজ শেষরাত হতে ২০ মে বিকাল অথবা সন্ধ্যার মধ্যে বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আজ সকাল ১০টার আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সুপার সাইক্লোনের কেন্দ্রের ৯০ কিঃ মিঃ এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ২২৫ কিঃ মিঃ যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ২৪৫ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুপার সাইক্লোন কেন্দ্রের নিকটে সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে ০৭ (সাত) নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ০৭ নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ০৬ (ছয়) নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ০৬ (ছয়) নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

ঘূর্ণিঝড় এবং অমাবস্যার প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৫-১০ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে এবং এ অঞ্চলসমূহে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ-সহ ঘন্টায় ১৪০-১৬০ কিঃ মিঃ বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে অতিসত্ত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

#

তাসমীন/রাহাত*/লাভলী/২০২০/১১৪৫ ঘণ্টা*